কবিতাষ্টক।

শ্রীকানাইলাল মিত্র কর্ত্তৃক
বিরচিত।

"Let it go for what it is worth"

কলিকাতা;
১৯৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক বঙ্গবাসী
মেসিন প্রেসে ও চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত
হইয়া শ্রীসুরেশনাথ দত্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৮৮৩।

ইহাই বিজ্ঞাপন।

শ্রীমান সুরেশনাথ দত্ত

কল্যাণবরেষু।

আমি যে সংস্কৃত না জানিয়াও কোন্ সাহসে বঙ্গভাষায় কবিতা লিখিয়াছি, এ কথার উত্তর নাই। যদি থাকে ত বাঙ্গালাই আমার মাতৃ-ভাষা। সংস্কৃত নহে।

কবিতা সম্বন্ধে আমি মধ্যে মধ্যে যে সকল রচনা করিয়াছি, তাহা প্রধানতঃ কতিপয় গণ্য মান্য সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ প্রদত্ত উৎসাহে ও সুপ্রসিদ্ধ সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় পরম বন্ধুর প্রযত্নে। তাঁহারা জানেন আমি সংস্কৃত জানি না।

কবিতাষ্টক বিক্রয় হইবে কি না বলিতে পারি না, তবে তোমার নির্ব্বাচনের প্রশংসা করি—কেন না আমার রচনাবলী হইতে যে আটটী কবিতা বাছাই করিয়াছি, প্রথম প্রকাশিত হইলে সে সকলগুলিই কাব্যামোদা কৃতবিদ্য সমাজে আমার আশাতীত সমাদৃত হইয়াছিল।

শ্রীকানাইলাল মিত্রস্য।

সূচী

কবিতাষ্টক।

নাতিনীর প্রতি ঠাকুরুণ দিদি।

১

ভুলে যা সে চারু চোরা আঁখির বাহার ;
ভুলে যা বিনোদ নাম, ভুলে যা বিনোদ ঠাম,
ভুলে যা সে চাঁদ মুখ, নাতিনি আমার।
এ কাঁচা বয়সে তোর, কেন এ ঘুমের ঘোর,
কেন এ নেশায় ভোর রে দুধের মেয়ে ?
ভুজঙ্গ ভাবিয়ে তায়, নাতিনি লো ফিরে আয়,
কি হবে যাচিলে প্রেম তার মুখ চেয়ে ?
শোন্ বলি স্বর্ণলতা, এ নয় কথার কথা,
মন দিয়ে মন গাঁথা তার কর্ম্ম নয়।
এত 'আমি' মনে যার, ছি ছি ভাই সে আবার,
কি বুঝিবে প্রেমবেদ প্রাণ বিনিময় ?
বল্ ধনি ভাগ্য বলে, কজন এ ভূমণ্ডলে
মাটি খুঁড়ে মহামণি লভিবারে পায় ?
না বুঝে বেসাতি করে', কে বল আসিলে ঘরে,
নাহি বলে মনে মনে হায় হায় হায়।

২

কার পায়ে বিনা মূলে বিকাইতে চাও ?
আইর্ এ মাথা খেয়ে, হায় রে অবোধ মেয়ে,
বুঝি জীবনের সুখ জীবনে হারাও !
কারে বিলাইবে তুমি, পবিত্র স্বরগ-ভূমি,
মুকুল যৌবনে তোর মধুর হৃদয় ;
কার পায়ে দিবি তুলে, দেবতা আরাধ্য ফুলে,
কিশোরীর এই রাই-কিশোরি প্রণয় ?
হায় সে কৌস্তুভ মণি, মাধবেরি বক্ষে ধনি,
ভুবনমোহন রূপ করে লো ধারণ,
শচী পারিজাত হার, পুরন্দর বিনা আর,
কার কণ্ঠে দিলে বল্ জুড়াবে নয়ন ?
চিনে নিয়ে প্রাণধন, কর প্রাণ সমর্পণ,
এ নারী জনম তোর হবে লো সফল ;
হেলায় খেলার ছলে, যেন কর্ম্মনাশা জলে,
দিস্না দিস্না ফেলে সোণার কমল ।

৩

কি বলে বুঝাব তোরে ? অবোধ অজ্ঞান ;
রমণীর চির আশা, চির দিন ভালবাসা
অপ্রেমিকে পুরাবে না, জুড়াবে না প্রাণ ।
ক্ষুরের পিপাসা তার, মিটিলে সে ফিরে আর
ফিরে নাহি চাবে, সখি, মুখ পানে তোর ।
আজি তার হ'বি দাসী, কালি পরে হলে বাসি,
পলাবে ভ্রমর বঁধু, ফুলমধু চোর ।

প্রেম কি লো বালকের, দৃষ্টিক্ষুধা মিঠায়ের,
প্রেম কি লো নবীনের যৌবনের সখ ?
বন্যার জলের প্রায়, আজি আছে কালি যায়,
প্রেম কি লো সুচঞ্চল বিদ্যুৎ ঝলক ?
প্রেম সে বৈকুণ্ঠধাম, প্রেমে সিদ্ধ মনস্কাম,
নিত্যধন প্রেমধন—অনন্ত পরাণ ;
প্রেম অর্থ প্রেম কর্ম্ম, প্রেম মোক্ষ প্রেম ধর্ম্ম,
প্রেম ভক্তি, প্রেম মুক্তি, প্রেম সে নির্ব্বাণ।

৪

মনে পড়ে তার সেই প্রণয় বচন ?
বিপিনে ব্যাধের গান, মধুর মধুর তান,
জান না কি হরিণীর বধের কারণ ?
অমৃত পিবার তরে, চলেছ পিয়াস ভরে,
নরকের অন্ধকূপে—এ কিলো প্রমাদ !
জ্বলন্ত অনলে কেন, কুসুমকোমল হেন
এ দেহ রতন তোর ফেলে দিতে সাধ ?
হায় নব ঘন জ্ঞানে, ঘন ঘন যার পানে,
চাহিতেছ চাতকিনি—সে কি জলধর ?
হায় কুহেলিকা সে যে, বারিদ বরণে সেজে,
ধাঁধিতে নয়ন তোর ছেয়েছে অম্বর।
ভুলে যা ভুলে যা তারে, মন্দার কুসুম হারে,
অসুরে সাজায়ে, ধনি, হবে কি বাহার ?
সপ্ত নৃপতির ধন, কেন এত আকিঞ্চন,
জলে জলাঞ্জলি দিতে নাতিনি আমার।

৫

কেন কি বলেছি বল, চারু আঁখি ছল ছল,
ঢল ঢল মুখপদ্মে পড়িল শিশির ;
হায় রে দুখের মেয়ে, মরি তোর মুখ চেয়ে,
মরিরে নেহারি খেলা নিঠুর বিধির।
নব অনুরাগ হায়, নবীনার এত দায়,
বিধির কি সাধ হয় হেরিতে নয়নে ?
আকাশের মত আশা, সাত সিন্ধু ভালবাসা,
কেন ক্ষুদ্র হৃদি ঘটে বালিকার মনে ?
মুছে ফেল আঁখি জল, নাতিনি লো বুঝে চল,
আমি আনি দিয়ে তোর শ্যাম নটবর,
সাজাব বরণডালা, মদনমোহিনী মালা,
গাঁথিব যতন করি—জুড়াবে অন্তর।

উত্তরে সখীর প্রতি।

১

মিছে কেন বল সখি ব্যাকুলিতা আমারে,
মিছে কেন হ'য়ে ভ্রান্ত, আমারে করিছ শান্ত,
নিদয় 'নিঠুর' কান্তে বলিছ বারে বারে ?
সখিরে আর না ভুলে, বলোনা এ শ্রুতিমূলে
হেন নিদারুণ বাণী আমার সে তাহারে,
কোমল সে ফুলসম, প্রাণকান্ত প্রাণ মম,
কঠিন বলিলে বাজে এ হৃদয় মাঝারে।

সত্য বটে কথা ঠিক্,　　আমার সে প্রাণাধিক,
গত হ'ল কতদিন এ আবাসে আসে না,
তাই কি ভেবেছ সই,　　আমি আর তার নই,
তাই কি পরাণ তারে আর ভাল বাসে না ?
গাঁথিয়ে, সোহাগে যারে,　　সাজায়েছি প্রেমহারে,
প্রেম খতে মন প্রাণ বাঁধা দিয়ে জীবনে,
তারে কিলো পুনরায়,　　এ জনমে ভোলা যায়,
নিশীথে নিদ্রায় তায় নিরখি এ নয়নে।
ওই যে লো মধ্যস্থলে,　　সরসীর স্বচ্ছ জলে,
শরৎ চাঁদের ছায়া পড়িয়াছে যেমতি,
স্থির শান্ত প্রেম সরে,　　সখি, এ হৃদি অন্তরে,
তার সে মধুর মূর্ত্তি আঁকা আছে তেমতি।
দিবানিশি হেরি তারে,　কি আলো কি অন্ধকারে,
এ সবেতে চির হাসি পৌর্ণমাসী রজনী,
আসে বা না আসে কাছে,　　সেই ভাল ভাল আছে
আমার ত স্মৃতি আছে, কি ভাবনা স্বজনি ?
সখি, কি বলিব তোরে,　　বড়ই কপাল জোরে,
সে হেন রতনে প্রাণ সঁপিবারে পেয়েছি,
রূপে স্নিগ্ধ দরশন,　　ভাবেতে বিভোর মন,
একাধারে প্রেমাধারে পেয়েছি যা চেয়েছি।

২

একদিন (ও) সহচরি এ রমণী জনমে,
আহা মরি ভাগ্যবতী,　　কে আছে এমন সতী,
এ নারী জনমে সখি একদিন (ও) তরেলো,

আমারে 'আমার' বলি,　　প্রণয় আবেশে ঢলি,
রেখেছিল প্রাণ সখা হৃদি মাঝে ধরেলো!
একদিন (ও) অনুরাগে,　　নিষ্কাম প্রেমের যাগে,
যাপিয়াছি মধুমাসে মধুমাখা যামিনী,
কুসুমিত কুঞ্জবনে,　　একদিন (ও) প্রিয় সনে,
দেখিয়াছি ফুল্লমনে জলধরে দামিনী।
শোন্ তবে সহচরি, এরমণী জনমে,
করেছিলো অভিমান,　　প্রাণেশ আকুল প্রাণ,
বিনয়ে ভাঙ্গিল মান—উছুসরি সরমে!
এ নারী জনমে সখি　　এক দিন (ও) তরেলো,
করেছি মোহন বেশ,　　প্রীতি-মুগ্ধ হৃদয়েশ,
মন্ত্রমুগ্ধা অধীনীর ধরি দুটি করেলো—
লক্ষ্য করি অলঙ্কার,　　বলেছে "একি বাহার
প্রিয়তমে আজি মোর সুপ্রসন্ন কপালে,
চাঁদেতে ফুটেছে ফুল,　　এরূপের নাহি তুল
সুন্দরে সুন্দর দিয়ে কি সুন্দর ঘটালে"
প্রতিদানে ভালবাসা,　　সখিরে, না করি আশা,
যাহারে বাসিয়া ভাল সদা পাই সুখ লো,
একদিন (ও) একদিন,　　সে ত হ'য়ে প্রেমাধীন,
আমারে তুষেছে, সখি, সুখের কি সুখ লো।
সার্থক পূজেছি হরে,　　তাই লো দেবের বরে,
সে হেন রতনে প্রাণ সঁপিবারে পেয়েছি,
রূপে স্নিগ্ধ দরশন　　ভাবেতে বিভোর মন
একাধারে প্রেমাধারে পেয়েচি যা চেয়েছি

৩

কেমন সে ভালবাসা জিজ্ঞাসিছ আমারে ?
হায় সখি নাহি জানি, ধরাতলে কোন বাণী
কি আছে এমন ভাষা কহিবে তা তোমারে।
সখিরে, আপনা ভুলি, কেমনে ধরিব তুলি,
অনন্ত আকাশ ছবি চিত্রপটে আঁকিতে,
বঞ্চিয়া আপন হৃদি, বঞ্চি নাথে প্রেমনিধি,
কি ছার প্রতিমা দিব প্রেম মূর্ত্তি লিখিতে।
কোন্ পটু চিত্রকরে কোন্ দেবতার বরে
নরলোকে সে মূরতি চিত্র করে রেখেছে ?
যশোদার স্নেহভাগ গোপিকার অনুরাগ
রাধার পিরীতি দিয়ে কেবা ভাল বেসেছে ?
কত ভালবাসি তারে বলিব তা কেমনে ?
কলসী করিয়া হায় কভু কি দেখান যায়
মহাসাগরেতে কত বারি আছে ভুবনে ?
কত ভাল বাসি তারে আমিই যে জানিনারে
তোমারে, সঙ্গিনি, আমি জানাব তা কেমনে !
তবে সখি বরষায় যেমন নদীর কায়
উথলিলে দুই কূলে বারি ধায় বিহরি
যখনি সে মনে জাগে—কখনি বা নাহি জাগে ?
ছাপাইয়া হৃদি, উঠে কি সুখের লহরী !

৪

কত ভালবাসি তারে বলিব তা কেমনে,
কলসী করিয়া হায়, কভু কি দেখান যায়,
মহাসাগরেতে কত বারি আছে ভুবনে ?

সখি, কি বলিব তোরে, বড়ই কপাল জোরে,
সে হেন রতনে প্রাণ সপিবারে পেয়েছি,
রূপে স্নিগ্ধ দরশন, ভাবেতে বিভোর মন,
একাধারে প্রেমাধারে পেয়েছি যা চেয়েছি।

সতী দাহ।

১

কালজয়ী হ'য়ে কাল নদী কূলে,
কালজয়ী এক কীর্ত্তিস্তম্ভ তুলে,
কে তোরা রমণী চলিয়া গেলি ?
কে তোরা জীবন্ত সোণার প্রতিমা,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ছড়ায়ে মহিমা
গেলিরে অনলে বিজলি খেলি !
স্তম্ভিত করিয়া দেবতা দানব,
স্তম্ভিত করিয়া কিন্নর মানব,
জীবলোকে প্রাণী যে আছে যেখানে,
স্তম্ভিত করিয়া তাহারে সেখানে,
কে রে তোরা, সাধ্বি, কি সাধন বলে,
জীবন্ত পরাণ জ্বলন্ত অনলে,
হেলায় হাসিয়া দিলিরে ফেলি !

২

ত্যজিয়া সংসার সুখ কারাগার,
পুত্র কন্যা স্নেহ নিগড় মায়ার,

অথবা নবীন জীবন বসন্তে,
কে তোরা পশিলি অনল জ্বলন্তে
সাধের পরাণ সঁপিলি কায় ?
কারে লো সঁপিলি এ সাধের ধন,
বল, চারুশীলে, একি আকর্ষণ ?
একি লো স্নধুই পতঙ্গ পতন,
প্রদীপ্ত অনল মাঝারে হায় !

৩

কোথা লয়ে যাও বল চন্দ্রাননে,
কুসুমের মালা কাহার কারণে,
কোথা সে বঁধুয়া বসিয়া বিজনে,
বাঁশীতে মধুর মধুর গায় !
কোথা সে নিকুঞ্জ আর কোথা তোর,
নব নটবর আশায় বিভোর,
আর কোথা তোর এ ঘুমের ঘোর
না জানি প্রমদা ভাঙ্গিবে হায় ।
হ্যাদে দ্যাখ্ চেয়ে ধীরে ধীরে ধীরে,
নাগরে ভেটিতে নিকুঞ্জ কুটীরে,
হাতে ফুলমালা ভাগীরথী তীরে
কোথা যেতে বালা কোথায় যায় ।

৪

ফিরারে ত্বরায় ফিরারে বালায়,
বুঝিবা মুগধা পথ ভুলে যায়

ভুবন ভুলান প্রেম প্রতিমায়,
সহচরী বুঝি গিয়াছে ফেলে।
দেখ দেখ চেয়ে প্রেম-পরায়ণা,
চিত হারা হ'য়ে চলিছে ললনা,
কুসুম যুবতী অতৃপ্ত বাসনা
এখন (ও) যে আশা নয়নে খেলে।

৫

এখন (ও) যে আশা খেলিছে নয়নে,
বিকাশে পূর্ণিমা পূর্ণ চন্দ্রাননে,
এখন (ও) যে সতী প্রিয় দরশনে,
চলিছে অন্তরে নাহিক ভয়।
যত বাড়ে আশা যত অগ্রসর,
ততই সুন্দরী চলিছে সত্বর,
প্রেম সরসীর মধুর শীকর,
ততই যেন রে নিকট হয়।

৬

সহসা কাঁপিল হৃদি-যন্ত্র তার,
করেতে কাঁপিল কুসুমের হার,
যেন বা নাগরে নেহারি বালার,
শরমে শিহরি উঠিল কায়!
হেরি সে বাঞ্ছিতে লাজে চন্দ্রাননে,
সে চন্দ্রবদন ঝাঁপিল বসনে,
শ্যাম সোহাগিনী শ্যাম দরশনে,
মনের বাসনা যেন লুকায়।

৭

দাঁড়ায়ে সুন্দরী মুহূর্ত্তের তরে,
হেরিল আকাশ ভাবিল অন্তরে,
আবার চলিল দ্রুত পাদ ভরে
তৃষায় কাতর হরিণী যেন,

মরীচিকা হেরি মরুভূমে হায়,
চলিতে চলিতে থমকি দাঁড়ায়,
ক্ষণেক নেহারি পুন ছুটে যায়,
কেন রে পিপাসা দারুণ হেন!

৮

এখন (ও) ফিরায়ে রমণী রতনে,
ভাঙ্গি দে বালার মোহের স্বপনে,
সোনার প্রতিমা ফিরায়ে যতনে,
বল্‌রে সে দেশ এদেশ নয়;

ননীর পুতলী প্রেমের চৈতন্য,
বিমুগ্ধ বিহ্বলা বিপথে বিপন্ন,
আপনা ভাবিয়া ক্ষণেকের জন্য,
ভাবে না সে দেশ এদেশ নয়।

৯

তাই বলি হায় বলি দে বালায়,
প্রেম পাগলিনী কোথা চলি যায়,
এখন (ও) ফিরায়ে বলি দে বালায়,
ক্ষীর সরোবর এদেশে নাই;

এদেশে হবে না আশার স্বপার
এদেশে হবে না নিকুঞ্জ বিহার,
এদেশে পাবে না দরশন তার,
এ বড় বিষম বিষম ঠাঁই।

১০

এদেশে প্রকৃতি অতি দীনহীনা,
বিরসে বিবর্ণ বিষাদে মলিনা,
নীরব রোদনে বিরাম বিহীনা,
অবসন্ন প্রাণে সতত রয়,
বার তিথি মাসে একদিন (ও) তরে,
এদেশে কভু না বসন্ত বিহরে,
শিহরি কোকিল যায় দেশান্তরে,
স্বরভঙ্গ পাখী এদেশে হয়।

১১

এদেশে চাঁদের চাঁদনী বিকাশ,
নাহি হয় কভু না হাঁসে আকাশ,
এদেশে বহে না মধুর বাতাস,
কখন এদেশে ফুটে না ফুল,
গিরিকন্দরের যত অন্ধকার,
এদেশে আঁধার ন গুণ তাহার,
রবির কিরণে না হয় সংহার,
বিহঙ্গ পতঙ্গ ভয়ে আকুল।

১২

এই সে ভয়াল ঘোর অন্ধকারে,
ঘুরিছে ভৈরব বিকট আকারে,

ঘন ঘোর রব বিষম হুঙ্কারে,
অলক্ষ্যে বাজায়ে কালের ভেরী ;
সে ভেরীর রবে বাসুকির শির,
উঠিতেছে কাঁপি ভুবন অস্থির,
স্মরণে দেবতা রোমাঞ্চ শরীর,
উঠিছে শবদ ব্রহ্মাণ্ড ঘেরি।

১৩

এদেশেতে আশা মধুর ভাষিণী,
না শুনায় কাণে মধুর কাহিনী,
চির দয়াময়ী সাহস নন্দিনী,
আপনি এদেশে তরাস পায়।
এই দেশে এই কাল নদী জল,
অনন্ত সাগরে মিশেছে কেবল,
এই সে করাল কাল সন্ধিস্থল,
মহা কাল ছায়া কালের গায়।

১৪

বৃথা বিভীষিকা বৃথা এ শ্মশান,
বৃথা রে কালের বিজয় নিশান,
বৃথা এ শাণিত উলঙ্গ কৃপাণ
ধরিলি বালার মাথার পরে ;
ভ্রূক্ষেপে ভ্রূভঙ্গী করিয়া যে তায়,
ওই দ্যাখ্ সেই নারী চলে যায়,
একটীও কেশ নড়েনা মাথায়,
সতী কি স্বর্গীয় শকতি ধরে।

১৫

ওই দ্যাখ্ করে সেই ফুল হার,
সেই প্রাণ পণ সেই মন তার,
সেই সে সুধাংশু বদনে বালার,
ফুটিছে অপূর্ব্ব প্রেমের ভাতি ;
ওই দ্যাখ্ দেবী দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত,
অনল কুমারী সুধাতে পালিত,
ওই দ্যাখ্ যায় চিত্ত প্রফুল্লিত
নয়নে জ্বলিছে আশার বাতি।

১৬

এই কিরে সেই মরুর মাঝার,
মরীচিকা রূপ মৃগী ভুলাবার,
অথবা বঙ্গের বিধবা বালার
প্রাণ জুড়াবার এই কি স্থান ?
বলিহারী যাই প্রেম পরায়ণা,
বলিহারী যাই মোহ পরায়ণা,
বলিহারী যাই ভক্তি পরায়ণা,
বলিহারী যাই নারীর প্রাণ।

রাবণের প্রতি মন্দোদরী।

১

* কার হৃদি সরোবর করিয়া আঁধার
এনেছ হে লঙ্কেশ্বর, প্রাণেশ্বর, বল,
কনক-কমল ওই অশোক-কাননে?
দেও ফিরে
বৈদেহীরে,
রঘুপতি, নারায়ণ, নর অবতার—
আনিয়াছ তাঁর লক্ষ্মী? চল যাই চল।
ফিরে দিয়ে করি গিয়ে প্রণাম চরণে!

২

চল, নাথ, দোঁহে যাই রাঘবের পাশ,
চল যাই কাজ নাই রথ গজ বাজী,
ভূপতি ভূষণ;—পদব্রজে, প্রাণনাথ!
চল যাই,
দিন নাই;
নতুবা রাক্ষসকুল হইবে বিনাশ
অচিরে, হে রক্ষপতি! দিব্য চক্ষে আজি
দেখিতেছি যেন লঙ্কা হ'ল ভস্মসাৎ।

৩

কটিতে বাকল বাঁধা নব ঘন কায়,
ভিখারির মত সেই কৌশল্যানন্দন,
যে দিন, হে প্রাণনাথ, পঞ্চবটী বনে,

---

* নূতন ছন্দ।

দর দর
ইন্দীবর
যুগল নয়নে, হ'য়ে উন্মাদের প্রায়,
ইতস্তত করিয়াছে অশ্রু বরিষণ,
না হেরে কুটীরে প্রাণ-প্রেয়সী-রতনে ;—

৪

সে দিন কুদিন, হায়, কহিব কেমনে,
নিশি শেষে দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর,
এলো থেলো যেন আমি হয়ে অনাথিনী,
হাহাকার
অনিবার
করিতেছি ভূমে পড়ি, তোমার নিধনে ;
চলি গেছে মেঘনাদ বলী পুত্রবর ;
প্রবোধিতে নাহি কেহ রক্ষেন্দ্র-কামিনী।

৫

পর দিন উষাকালে শুনিনু শ্রবণে,
আকাশ বারতা এক গম্ভীর নিনাদে,
"হলো হলো দশানন সমূলে নির্ম্মল ;"
সে অবধি
নিরবধি
গণিতেছি পরমাদ আমি মনে মনে ;
সে অবধি, প্রাণনাথ, সদা প্রাণ কাঁদে,
সে অবধি প্রাণ যেন। আকুল ব্যাকুল।

৬

তাই বলি প্রাণেশ্বর কাজ নাই রণে,
ফিরে দেও জানকীরে—রাঘব রমণী,
খেলুক মেঘের কোলে সুখে সৌদামিনী ;
ধরিবারে
সে বামারে
কভু আশা প্রাণধন করো না হে মনে,
স্পর্শিলে নিশ্চয় ভস্ম হইবে তখনি,
রেখো না, ছুঁও না, সীতা জনক-নন্দিনী।

৭

সুরাসুরে তব ডরে কাঁপে, দশানন !
অতুল বৈভব তব ত্রিভুবন মাঝে,
অপ্সরী নিন্দিত নারী তোমার কিঙ্করী ;
সীতা সতী,
প্রাণ-পতি,
কি অভাবে হরিয়াছ ? কোন প্রয়োজন ?
বলিতে বক্ষেতে যেন শেল সম বাজে,
কামানলে পুড়িবে হে পোড়ায়ে সুন্দরী !

৮

ক্ষমা কর কাজ নাই এ কাল সমরে ;
কাজ নাই শত্রুভাব শ্রীরামের সনে ;
কাজ নাই জানকীরে, তাঁহার রমণী।—

শিরে ধরি
সে সুন্দরী
শীঘ্র করি অর্পি চল সে কমল করে।
তা না হলে, লঙ্কেশ্বর, স্থির জেনো মনে
" অকালে রাক্ষস-কুল মজিলে আপনি।"

মদ্যপায়ী স্বামীর প্রতি তাহার বনিতা।

বার বার কত বার,
তোমায় বলিব আর,
প্রাণনাথ, ও গরল কয়ো নাহে পান ;
কিন্তু অধীনীর বাণী
তুচ্ছ করি, নাহি মানি,
পুড়িতেছ, পোড়াতেছ এ পোড়া পরাণ।
আর কত কাল বল,
বরষিব অশ্রুজল
আমি অভাগিনী, নাথ, বসিয়ে নির্জ্জনে ;
দুঃখ অমানিশা মম,
ভোর প্রাণ প্রিয়তম,
হবেনা ?—পাব না সুখ নিশার স্বপনে ?
তবে কেন মিছে আর
এ জীবন বোঝা ভার,
বহিতেছি কার লাগি কোন অভিলাষে ?

উদ্বন্ধনে ত্যজি প্রাণ,
হোক্ দুখ অবসান,
যাই জনমের মত কৃতান্তের পাশে।
ঐ দেখ সুকুমার,
করিতেছে হাহাকার,
ক্ষুধায় আতুর বাছা নাহিক খাবার ;
চেয়ে দেখ প্রাণ ধন,
কাঁদিয়া এতেক ক্ষণ,
কি দশা সুতের আজি সম্মুখে তোমার।
দেখ, ইন্দীবর তুল্য
সে দুটি নয়ন ফুল্ল
অশ্রু ফেলি অবিশ্রান্ত রাঙ্গা জবা প্রায় ;
ঐ দেখ এসে কাছে,
অঞ্চল ধরিয়া যাচে,
"দেনা মা খাবার দে মা বড় ক্ষিধে পায়"
কেমনে পাষাণ প্রাণে,
ও রব শুনিয়ে কাণে
মা হয়ে সুতেরে আমি খেতে নাহি দিব ;
কিন্তু কিবা আছে ঘরে,
কি দিব যাদুর করে,
কেমনে বাছার ক্ষুধা হায় নিবারিব।
কত কথা বলিলাম,
কত যত্ন করিলাম,

গা মুছায়ে কোলে লয়ে করিতে সান্ত্বনা ;
কিন্তু যে অবোধ ছেলে,
কিছু নাহি খেতে পেলে,
ছাড়িবে না তুমি শয্যা অহো—কি যাতনা !
পরিণয়,প্রেম-ডোরে,
বাঁধিয়াছ, প্রাণ, মোরে,
এ জনমে আর কার চাহিব হে মুখ ?
ধর বাক্য অধিনীর,
মুছে ফেলি আঁখি-নীর,
দূর কর ও পিপাসা, দূর হোক্ দুখ।
একবার সচেতন
হয়ে কর দরশন
গৃহ পুত্র পরিবার তব ধন জন ;
হায় হায় কি দুর্গতি,
এই যে অমরাবতী
তুল্য পুরী, তার দশা দেখনা এখন !
আহা মরি কি সুন্দর,
গৃহ-সজ্জা নিরন্তর,
র প্রতি ঘরে ঘরে ছিল সুশোভিত ;
সেই পুরী আজ কিনা,
কুশ তৃণ শয্যা হীনা,
হরিবারে আমাদের অঙ্গ ধূসরিত।
রক্ষিবারে ধনাগার,
চৌদিকে প্রহরী যার,

বেষ্টিত থাকিত কিবা দিবা বিভাবরী ;
আর কর্ম্মচারী কত,
থাকিত হে শত শত,
দাস দাসী অগণন আহা মরি মরি !
সেই গৃহে আজ কিনা,
মরিতেছি অন্ন বিনা,
পড়ে আছে যেন প্রাণ নির্জ্জন শ্মশানে।
ধন মান পরিজন
হইয়াছে অদর্শন ;
এ দুখ দারিদ্র, নাথ, কিসেরি কারণে ?
লয়েছ শরণ যার,
করাল কবলে তার
কবলিত এবে সেই সৌভাগ্য তপন
তথাপি উদর তার
পূরে নাহি, জানি সার,
জীবন শোণিত শেষে করিবে শোষণ !
পরিণয়-প্রেমডোরে
বাঁধিয়াছ, প্রাণ, মোরে,
এ জনমে আর কার চাহিব হে মুখ ?
ধর বাক্য অধিনীর,
মুছে ফেলি আঁখিনীর,
দূর কর ও পিপাসা দূর হোক্ দুখ।

ভ্রাতৃ বিয়োগ।

১

বম্ ভোলানাথ হর হর হর,
যার তরে নেত্র ঝরে নিরন্তর,
ক্ষীণ কলেবর কাঁপে থর থর
পাগল হয়েছে এ ছার প্রাণ ;
তারে কি দেখিতে পাব না আবার,
পাব না হারান রতন আমার,
বৃথায় কি বীণ্ করিয়া ঝঙ্কার,
আলাপ্ করিবি বিলাপ গান ?

২

নাহি কি হে কেহ জলে কিম্বা স্থলে,
শূন্যেতে মিশায়ে অনিলে অনলে,
চন্দ্র সূর্য্য লোকে নক্ষত্র মণ্ডলে,
দীন দয়াময় কেহ কি নাই ?
কহিতে এ দীনে কোথা সে আমার,
কোন দেশে গেলে দেখা পাব তার,
কোন পারাবার হলে পরে পার।
দেখা পাব প্রিয় প্রাণের ভাই

৩

কে আছ, হে সখে, জিজ্ঞাসি তোমায়,
সে স্বপন রাজ্য স্থাপিত কোথায় !

অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত লিখিত।

কেমনে না জানি করি' কি উপায়
সে নগরে তার পা'ব যে দেখা ;
বল দয়া করি কে জান দয়াল,
আর কত দিনে ঘুচিবে জঞ্জাল,
সোদর আমার আর কত কাল,
বিদেশে বসতি করিবে একা।

৪

কিশোর বয়সে ত্যজিল আমায়,
চলি গেল ত্যজি অনাথিনী মায়,
নাহি' বলি গেল কে জানে কোথায়,
কোন দুখে ভাই কিসের লাগি ;
কেন বা না আ'সে ফিরিয়া আবাসে,
সোদরে আমার কে না ভালবাসে,
কেন বা না আ'সে কোন্ অভিলাষে
কোথায় হইল সুখের ভাগী !

৫

বম্ ভোলানাথ। কে ভুলা'লে তারে ?
যে মোহন মন্ত্রে কোন্ নদী পারে
ল'য়ে গেলে কে হে ? নয়ন আসার
নিরাশা পুলিনে আমায় রাখি ;
কে তুমি নিঠুর ? কেন বল হায়
নয়নের জলে রাখিয়া আমায়,
কি কাজের তরে হরিলে ভ্রাতায়,
পিঞ্জর হইতে উড়ালে পাখী।

৬

নাহি কিহে কেহ এ বিশাল বিশ্বে,
নাহি কিহে কেহ এ সংসার দৃশ্যে,
নাহি কিহে কেহ লুকা'য়ে অদৃশ্যে,
　　মরমের বাণী শুনিতে পায়!
সহৃদয় সখা বীরের প্রধান
শিবময় সাধু প্রশান্ত পরাণ,
রাজরাজেশ্বর করুণা নিধান,
　　দীনবন্ধু কেহ নাহি ধরায়

৭

নাহি কিহে হেন কোন মহাজন,
খুঁজে আনি দেয় হারান রতন,
কোন মহাজন নাহি কি এমন,
　　সে নিবাণ দীপ জ্বালিতে পারে?
ফুলের সৌরভ ছুটিলে বাতাসে,
আবার ফুলেতে রাখে সেই বাসে,
গত দিন মোর ফিরে ল'য়ে আসে,
　　করুণা করিয়া বাঁচায় তারে!

৮

কেহ কিহে নাই ধর্ম্ম অবতার,
জুড়ায় হৃদয় যাতনা অপার,
মুছায় মায়ের নয়ন আসার,
　　বাঁচায় দোসর প্রাণের ভাই?

অথবা এ স্মৃতি বিস্মৃতি সাগরে,
দেয় রে ডুবায়ে জনমের তরে,
জনমের তরে যাতনার ঘরে,
　　আগুনে পোড়া'য়ে করে রে ছাই ?

৯

বম্ ভোলানাথ ! মুছে আঁখি নীরে,
বিনিময়ে প্রাণ দিব বুক চিরে,
সোদরে আমার কে আনিবে ফিরে,
　　কে চালা'বে সেই বিকল কল ?
দাস হ'য়ে আমি বিকাইব পায়,
কে পার বারেক দেখাও আমায়,
তৃষিত পথিকে মরু স্থলে হায়,
　　দেখাও হে সাধে, শীতল জল।

১০

কেমনে নিবাই জানি না সন্ধান,
কে জান হে ? আসি করহে নির্ব্বাণ,
কি পোড়া আগুণে মায়ের পরাণ
　　পুড়ে পুড়ে পুড়ে হ'তেছে সারা ;
দয়া করি, দেব একবার চাও,
জুড়াইবার ঠাঁই কোথায় দেখাও,
একবার চাও, বাঁচাও বাঁচাও,
　　বন পোড়া মৃগী যায় হে মারা।

৪

১১

এই ত রে সেই সময় সাগরে,
দিন ভাসি যায় দিনের উপরে
ফিরে আসে চন্দ্র সূর্য্য পরে পরে,
সে কেন আসে না তাদের সনে !
সেই কিরে শুধু না ফিরিতে আর,
খুঁজিল আমায়, খুঁজিল সংসার।
ডুবিল জলেতে অনন্ত অপার,
সেই কিরে শুধু ভুলিয়া মনে ?

১২

তুমি হে তপন, এক দিন তারে,
সাথে করে লয়ে ঘোর অন্ধকারে
ডুবেছিলে, আমি নয়নের ধারে,
দেখেছি রেখেছি লিখিয়া বুকে ;
তুমিত, দিনেশ, ফিরিয়া আসিছ,
সে ঘোর গভীর তিমির নাশিছ,
আবার ডুবিছ আবার ভাসিছ,
সে কেন আসে না বল কি দুখে।

১৩

কই প্রাণাধিক ? আয় ভাই আয়,
জুড়া'তে আমায় বাঁচাইতে মায়,
শোনরে জননী ডাকেন তোমায়
বহুকাল ভাই হইয়ে হারা ;

পথ হারা পান্থে আয় ভাই আয়,
দেখাইতে পথ ঠেকিয়াছি দায়,
আয় ভাই আয় প্রাণ দিকে যায়,
জাগ্‌রে আঁধার গগনে তারা।

১৪

বলিহারী যাই! সোহাগী তোমায়,
এই যে নেহারি তোমারি কৃপায়,
এই কল্পনায় আকাশের গায়,
সে ধন আমার নয়ন মণি;
বলিহারী যাই! যে দিকেতে চাই,
সে মধুর মূর্ত্তি হেরিতে যে পাই,
কে বলে আমার প্রাণাধিক নাই,
সংসার তন্ময় এবে যে গণি।

১৫

উঠ মা উঠ মা জননী আমার,
চেয়ে দেখ সেই রতন তোমার,
দরশন পথে ফিরিল এবার,
এ জনমে আর যা'বার নয়;
হারা হ'য়ে যারে দেখিছ আঁধার,
এবে দেখ তারে মুছি নেত্র-ধার,
কোলে কর মাগো তনয় তোমার
আশুতোষে দেখ সংসার ময়।

বালক দর্শন।

১

নির্ণিমেষ নেত্রে রাণী নিরখে নন্দন,
ভয়, পাছে পলকে হারায়,
মমতায় আঁটি ধরে বুকে ;
অতি পুলকিতা, স্নেহ বিগলিতা রাণী
প্রেম অশ্রু করে বরিষণ,
সুখের অবধি নাই সুখে।

২

স্বর্গ সুখ নাহি চায়, বাৎসল্যে বিকায়
প্রাণ, প্রাণাধিকে, ভাবে রাণী
ডাকে বুঝি গোপাল 'মা' বলে ;
ভাবে ভাগ্যবতী, বুঝি ক্ষুধায় কাতর,
চাহে ক্ষীর সর বাছাধন,
স্তনে ক্ষীর অমনি উথলে।

৩

খুঁজে ত্রিভুবন, নাহি পায় মনোমত
মণি-সিংহাসন, মনোরাজ্যে,
রাণী রতনে কোথায় রাখে !
আঁটি ধরে বুকে, নাহি পূরে আশ, যেন
সে পিয়াস সুধার সাগরে
মিটেও মিটে না—সদা জাগে।

৪

হেরে —

ভুলে যায়, গোপী নাহি চায় পিতা মাতা
পুত্র কন্যা, ছার সে সংসার,
পতিধন গোপী যায় ভুলে ;
যেন মন্ত্রমুগ্ধা আপনা হারায়, প্রেমে
কিছু নাহি চায়, রাঙ্গা পায়
পরাণ বিকায় বিনা মূলে।

৫

পিরীতি সাগরে গোপী পূর্ণ মনোরথ
মনোমত মন্মথ মোহন,
রূপে, অতুলন ত্রিভুবনে ;
রিপু-জয়ী রতি অতি চমৎকার, সার
গোপীকার প্রেমের বিহার,
দিবস রজনী শ্যাম সনে।

৬

অনন্ত বসন্তে, সখী অনন্ত যৌবনে,
ফুল্লমনে অনন্ত রমণে,
পায়, যতনে যাতনা তায় ;
পলকে পলকে রতি প্রেম পরিশ্রম,
বাঁধা পড়ি পিরিতের দায়
রাঙ্গা পায় পরাণ বিকায়।

৭

নীরধার বহে দুনয়নে, চন্দ্রাননে
সখী, যতনে গোপনে তায়,

নিরুপায় শ্যামের বিহনে ;
ভুলে যায় মাটীর পৃথিবী—নন্দালয়
হেরে হিরণ্ময়, বিশ্বময়
দয়াময় শ্যাম দরশনে। *

৮
সে রূপের জ্যোতি সুধার কিরণে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপৃত হয় ;
জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্ব ভূত গায়,
কারণ সলিলে জাগ্রত রয়।

৯
সচৈতন্য প্রেমে সদানন্দ হরি,
গোকুলে বহিল নন্দের বাধা ;
কীট পতঙ্গে তারণ কারণ
বাঁশীতে মধুর গাইল "রাধা"।

১০
অনাদির আদি স্বয়ম্ভু শঙ্কর,
অতীত ত্রিবিধ দুখের দায় ;
জন্মিল মরিল নির্লেপ নির্গুণ,
ত্রিগুণধারিণী সাধনে পায়।

১১
প্রকৃতি বিহীন বিরাট পুরুষ,
লোমকূপে কোটী ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে.

---

* নূতন ছন্দ।
কলিকাতা আর্ট ষ্টুডিও প্রকাশিত বালক দর্শন নামা চিত্র সহ প্রকাশিত।

অনাদি অনন্ত যোগীন্দ্র চিন্ময়,
  গোকুলে গোপীর বাসনা পূরে।

১২

চিনিল বলাই আহ্লাদে আকুল,
  নবজলধর বরণ শ্যাম;
অগতির গতি সেই সীতাপতি,
  বালকসুন্দর—রাধার শ্যাম।

১৩

চিনিল বলাই প্রাণের দোসরে,
  নবীন কিশোরে বিনোদ ঠাম;
চিনিল বলাই আহ্লাদে আকুল,
  ভব কর্ণধার রাধার শ্যাম।

১৪

নন্দন কাননে শচীর করেতে
  আপনি সারঙ্গ বাজিয়া উঠে;
মধুর মধুর বহিল বাতাস,
  পারিজাত ফুল উঠিল ফুটে।

১৫

আকাশে দেবতা বরষে কুসুম,
  গোকুলে গোয়ালা হরষে নাচে;
সারি সারি সারি গায় ব্রজাঙ্গনা
  "এস শ্যাম কুঞ্জ সাজান আছে"।

১৬

ফুটন্ত কমলে মধু-মাতোয়ারা,
  পূজিল ভজিল মজিল শ্যামে;

বড়ই মধুর বঁধুর পিরীতি,
জয় জয় জয় রাধার শ্যামে।

পাগল প্রাণ।

১

জীবনে মঙ্গল, কিম্বা মঙ্গল মরণে?
কি করি পতঙ্গ হায়, জুড়ায় এ যন্ত্রণায়,
দীপ শিখা ঘেরি ঘুরি অথবা পতনে?
কোথা মিটে এ পিপাসা কোথা পুরে এ দুরাশা,
কোথায় অনন্ত তৃপ্তি অনন্ত জীবন,
কোথায় ঘুমালে নাহি হয় কু স্বপন!

২

যেন কি অভাবে প্রাণ কাঁদে অনিবার;
আমার যেন কি নাই, আমার যেন কিচাই,
কি চাই কি নাই তাও জানি না আবার,
তাই বলি এ সংসারে, এ দুখের কারাগারে,
একটি সে কুল বেড়া ভাঙ্গা কি কঠিন!
ছাড় দি প্রাণের পাখী, করে দি স্বাধীন।

৩

অভাগার এ জীবনে কি হ'বেরে কার?
ক্ষীণ প্রাণ ক্ষীণ মনে, ক্ষুদ্র আশা ক্ষুদ্র ধনে,
বল রে সংসারে হবে কার উপকার?
তাই বলি কর্ম্মভূমি, বার বার কেন তুমি,
মরুর লহরী লীলা দেখাও আমায়,
ছাড়ি দেও ছাড়ি দেও হই মা বিদায়।

৪

কই রে সংসার তোর শুনিয়া সঙ্গীত,
আমার প্রাণের বীণ, একদিনো এক দিন,
সমস্বরে বাজিলরে মধুর ললিত ;
কার তরে হাসিলাম, কার তরে কাঁদিলাম,
হাসিল বা কাঁদিল কে আমার কারণ,
কি সুরে মিলায়ে সুর করিরে রোদন।

৫

দিন গেল মাস গেল বর্ষ গেল কত,
রাজা গেল রসাতলে, রাজা হ'লো ভূমণ্ডলে,
কমিল বাড়িল কত দিনে শত শত,
আজি যাহা দেখি নাই, কালি ফিরে দেখি তাই,
আমার অদৃষ্ট-চক্র এত কি অসাড়,
নির্জ্জনে গঠিল বিধি নিশ্চল পাহাড়।

৬

পাপের কলসী তবে কেন পূরি আর,
বহিতে যন্ত্রণা পাই, এই বেলা চলে যাই,
দেখি গে বিধান সেথা কি আছে ধাতার,
দেখি এই পাপ প্রাণ, পায় কি না পায় ত্রাণ,
দুর্দ্দিনে দুর্গমে পান্থ ক্লিষ্ট কলেবর
দাতার কি গৃহ হতে হইবে অন্তর ?

৭

যা তবে পথিক প্রাণ যারে সেই দেশ,
কাল নদী জলে আর, শোভে না এ ফক্কিকার,

সোণামুখী তরণীর ভগ্ন অবশেষ ;
যা চলি সে সিন্ধু জলে, লুকাগে অতল তলে,
লোপ হ'ক ভূমণ্ডলে চিহ্ন মাত্র তোর,
যা তবে পথিক প্রাণ যারে করি জোর।

৮

অনন্ত অজ্ঞাত দেশ ঘন অন্ধকার,
কিযে আছে কি যে নাই, কেহ কিছু দেখে নাই,
কেহ ফিরে বলে নাই তার সমাচার ;
তাই কিরে ভয় পাস, ধীরে যেতে ফিরে চাস,
তুই রে পাগল—বুক বাঁধিনে এবার ;
আঁধারে মাণিক জ্বলে বিচিত্র ব্যাপার।

৯

নির্জ্জনে লুকায়ে আছে দেব কবিরাজ,
মনঃ পীড়িতের ব্যথা, নিমিষেতে যায় তথা,
বিনা মূল্যে পথ্য পায় পাপীর সমাজ,
চিতাভস্মে সমুদয়, হবেনা হবেনা লয়,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় আছে একজন
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু অধম তারণ।

১০

সেখানে বা অভাগার কি আছে কপালে,
হয় ত রে বিভীষিকা, জ্বলন্ত অনল শিখা,
অনন্ত কালের তরে ফেলিবে জঞ্জালে ;
পুনঃ ভাবি তাকি হয়, জগদীশ কৃপাময়,

ফুলমধু পান করি ফুলবালা সনে,
কবি কুঞ্জে ঘুমাইব সুখের স্বপনে।

১১

বহু সাধনের ধন মানব জীবন,
বহু তপস্যার পর, বরের প্রধান বর
পেয়েছে মানব, জন্ম মনের মতন ;
প্রতিনিধি দেবতার, রাজ্য শাসনের ভার,
ভূতগণ আজ্ঞাকারী বলিহারী যাই
সাধের মানব জন্ম ত্যজিবারে চাই।

১২

ধরা ধন্য যে জনমে জনমের সার,
যে জনমে সেক্ষপীর, ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির,
মহাকবি শূরবীর ধর্ম্ম অবতার,
সেই সে জনম হায়, বিফলে চলিয়া যায়,
বৃথা সাজা বীর-সাজে—মিছে কেন আর,
বহি এ ভূতের বোঝা সহি দুঃখ ভার।

সম্পূর্ণ।